রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

সেপ্টেম্বর-২০২০

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন

সেপ্টেম্বর মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে ২৭৩ টি। নিহত **৩০৪** জন এবং আহত **৪৯২** জন। নিহতের মধ্যে নারী **৫৭**, শিশু **৩৮**। এককভাবে মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় বেশি প্রাণহানি ঘটেছে। **৯৭**টি মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত **১০৬** জন, যা মোট নিহতের **৩৪.৮৬** শতাংশ। মোটর সাইকেল দুর্ঘটনার হার **৩৫.৫৩** শতাংশ। দুর্ঘটনায় **৮৬** জন পথচারী নিহত হয়েছেন, যা মোট নিহতের **২৮.২৮** শতাংশ। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন **৫৪** জন, অর্থাৎ **১৭.৭৬** শতাংশ।

এই সময়ে **৯**টি নৌ-দুর্ঘটনায় **২৬** জন নিহত, **১৪** জন আহত এবং **৪** জন নিখোঁজ রয়েছেন। **১১**টি পৃথক রেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন **৮** জন।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৭টি জাতীয় দৈনিক, ৫টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

দুর্ঘটনায় বাস যাত্রী **১৩**, ট্রাক যাত্রী **১১**, পিকআপ যাত্রী **৬**, কাভার্ডভ্যান যাত্রী **২**, মাইক্রোবাস যাত্রী **১২**, প্রাইভেটকার যাত্রী **৫**, অ্যাম্বুলেন্স **৬**, ট্রলি যাত্রী **৮**, সিএনজি যাত্রী **৭**, ইজিবাইক-অটোরিকশা যাত্রী **২৬**, নসিমন-ভটভটি **৯**, লেগুনা যাত্রী **৪** এবং বাই-সাইকেল আরোহী **৩** জন নিহত হয়েছেন।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, নিহতদের মধ্যে সরকারের যুগ্ম সচিব (পিআইবি'র পরিচালক) **১** জন, উপজেলা চেয়ারম্যান **১** জন, পুলিশ কর্মকর্তা (এএসআই/এসআই) **৪** জন, শিক্ষক **৮** জন, কারারক্ষী **১** জন, পল্লী চিকিৎসক **১** জন, আদালতের নৈশ প্রহরী **১** জন, প্রতিবন্ধি **৪** জন, ইলেক্ট্রিক ও মোটর মেকানিক **২** জন, এনজিও কর্মকর্তা-কর্মচারী **৯** জন, ঔষধ ও বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রয় প্রতিনিধি **১১** জন, পোশাক শ্রমিক **৫** জন, মিল শ্রমিক **১** জন, পল্লী বিদ্যুতের কর্মচারী **১** জন, স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ব্যবসায়ী **১৭** জন, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা **৩** জন এবং ঢাকা আর্ট কলেজের **১** জন ছাত্রীসহ **৪৩** জন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন।

এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন একজন চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা (লে. কর্ণেল), পরমাণু শক্তি কমিশনের একজন টেকনিক্যাল অফিসার, একজন উপজেলা নারী ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলা নিউজ- এর একজন সিনিয়র সাংবাদিক এবং নৌ বাহিনীর দুইজন সদস্য।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বলছে, দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে **১০৮**টি **(৩৯.৫৬%)** জাতীয় মহাসড়কে, **৬৯**টি **(২৫.২৭%)** আঞ্চলিক সড়কে, **৫৪**টি **(১৯.৭৮%)** গ্রামীণ সড়কে এবং **৪২**টি **(১৫.৩৮%)** শহরের সড়কে সংঘটিত হয়েছে।

দুর্ঘটনাসমূহের **৭২**টি **(২৬.৩৭%)** মুখোমুখি সংঘর্ষ, **৬১**টি **(২২.৩৪%)** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, **৮৫**টি **(৩১.১৩%)** পথচারীকে চাপা/ধাক্কা দেয়া, **৪৬**টি **(১৬.৮৪%)** যানবাহনের পেছনে আঘাত করা এবং **৯**টি **(৩.২৯%)** অন্যান্য কারণে ঘটেছে।

দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দায়ী- ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ **২০.০৯** শতাংশ, ট্রাক্টর-ট্রলি-লরি **৪.১৫** শতাংশ, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-এ্যাম্বুলেন্স **৩.৪৬** শতাংশ, যাত্রীবাহী বাস **১৯.১৬** শতাংশ, মোটর সাইকেল **২২.৮৬** শতাংশ, থ্রি-হুইলার (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-লেগুনা) **১৫.৪৭** শতাংশ, নসিমন-পাখিভ্যান-অটোভ্যান-ভটভটি **৭.১৫** শতাংশ, রিকশা-ভ্যান, বাই-সাইকেল **৬.৬৯** শতাংশ এবং অন্যান্য (টমটম, পাওয়ারটিলার, হ্যান্ডট্রলি, তেলবাহী ট্যাংকার) **০.৯** শতাংশ।

দুর্ঘটনায় আক্রান্ত যানবাহনের সংখ্যা **৪৩৩** টি। (ট্রাক **৬৬**, বাস **৮৩**, কাভার্ডভ্যান **৯**, পিকআপ **১২**, লরি **৩**, ট্রলি **১০**, ট্রাক্টর **৫**, মাইক্রোবাস **৭**, প্রাইভেটকার **৬**, এ্যাম্বুলেন্স **২**, ডাক বিভাগের কাভার্ডভ্যান **১**, নৌ-বাহিনীর বাস **১**, হ্যান্ডট্রলি **১**, মোটর সাইকেল **৯৯**, নসিমন-ভটভটি-পাখিভ্যান-অটোভ্যান **৩১**, ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-লেগুনা **৬৭**, টমটম **১**, পাওয়ারটিলার **১**, তেলবাহী ট্যাংকার **১**, বাই-সাইকেল **৩**, রিকশা ও রিকশাভ্যান **২৬**টি।

সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্ঘটনাসমূহ ঘটেছে ভোরে **৫.১২%**, সকালে **২০.৫১%**, দুপুরে ২৩.**৪৪%**, বিকালে **২৫.২৭%**, সন্ধ্যায় **৯.৮৯%** এবং রাতে **১৫.৭৫%**।

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান বলছে, ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে। **৭৮** টি দুর্ঘটনায় নিহত **৮৩** জন। সবচেয়ে কম রাজশাহী বিভাগে। **২০** টি দুর্ঘটনায় নিহত **২২** জন। একক জেলা হিসেবে ঢাকা জেলায় সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে। **২৭** টি দুর্ঘটনায় **৩১** জন নিহত। সবচেয়ে কম সুনামগঞ্জে। **১** টি দুর্ঘটনা ঘটলেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণসমূহঃ
১. ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন; ২. বেপরোয়া গতি; ৩. চালকদের অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা; ৪. বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকা; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল; ৬. তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো; ৭. জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা; ৮. দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা;
৯. বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি; ১০. গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

সুপারিশসমূহঃ
১. দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; ২. চালকদের বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করতে হবে;
৩. বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; ৪. পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা রাস্তা তৈরি করতে হবে; ৬. পর্যায়ক্রমে সকল মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে;
৭. গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; ৮. রেল ও নৌ-পথ সংস্কার করে সড়ক পথের উপর চাপ কমাতে হবে; ৯. টেকসই পরিবহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে; ১০. "সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮" এর সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

মন্তব্যঃ গত আগস্ট মাসের তুলনায় সেপ্টেম্বর মাসে সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি উভয়ই কমেছে। আগস্ট মাসে **৩০২** টি দুর্ঘটনায় **৩৭৯** জন নিহত হয়েছিলেন। এই হিসাবে সেপ্টেম্বর মাসে দুর্ঘটনা **৯.৬০%** এবং প্রাণহানি **১৯.৭৮%** কমেছে। তবে দুর্ঘটনা কমার এই পরিসংখ্যান পরিস্থিতির উন্নতির ক্ষেত্রে কোনো টেকসই লক্ষণ নির্দেশ করছে না। দুর্ঘটনায় **১৮** থেকে **৬০** বছর বয়সী কর্মক্ষম মানুষ নিহত হয়েছেন **২১৭** জন, অর্থাৎ **৭১.৩৮%**। আঞ্চলিক ও গ্রামীণ সড়কের তুলনায় জাতীয় মহাসড়কে দুর্ঘটনার ক্রমবর্ধমান হার অপরিবর্তিত রয়েছে। মূলত জাতীয় মহাসড়কে পণ্যবাহী যানবাহনের বেপরোয়া গতি এবং মোটর সাইকেল ও স্বল্পগতির যানবাহনের অবাধ চলাচল এ জন্য দায়ী। এটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সড়ক দুর্ঘটনারোধে নিরাপদ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ এবং গণপরিবহন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা- উভয়ই জরুরি। এক্ষেত্রে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত
(সাইদুর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক
রোড সেফটি ফাউন্ডেশন
প্রয়োজনেঃ **০১৭১২ ৬৯০ ৬১৬**